উৎপল দত্তের নাটক : নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গ

বিষয় বিবরণী (area of the subject)

বাংলা নাট্য সাহিত্যে বিশ শতকের শেষের দিকের অন্যতম প্রতিভাবান নাট্যকার ছিলেন উৎপল রঞ্জন দত্ত। তার নাট্যকর্মের মধ্যে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার রচনার মধ্যে সমাকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক অবস্থা, দেশকালের উত্থান পতনের কথা উঠে এসেছে। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার নাট্য রচনার মধ্য দিয়ে দেশ বিভাগ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিট্রিশদের অপশাসন প্রভৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তীকালে দুই বাংলা দেশে যেভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল, যা আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ পালটে দিয়েছিল তা রূপান্তরিত হয়েছে নাটকের বিষয় আঙ্গিক ও কাঠামোতে।

উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ। ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। পরিবারের মধ্যে নাট্যচর্চা ছোটোবেলা থেকেই তাকে নাট্যকার হিসেবে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছিল। ১৯৪৫ – ৪৯ সালের মধ্যে কলেজে পড়ার সময় তিনি নানান রাজনৈতিক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তপ্ত রণাঙ্গনে সোভিয়েত রাশিয়ার হাতে ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয়, দেশে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি শুনেছিলেন কালের যাত্রার পদধ্বনি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই এদেশে ও বিদেশে ঘটে চলেছিল নানা ঘটনার উত্থান পতন। ১৯৪০ সালের উত্তাল সময়ের আন্দোলন যা গর্জনকারী চল্লিশার মতো ছিল ভয়ংকর ও সর্বনাশা। ১৯৪০ সালের মুসলিম লিগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। তখন থেকেই বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৩-এ ব্রিটিশ উপনিবেশের চূড়ান্ত অভিশাপ হিসেবে দেখা গেল মন্বন্তর, কালোবাজারি, মুনাফাবাজ ও রাজনীতিবিদদের হাত ধরাধরি প্রভৃতি তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে উপলব্ধি করেছেন যা প্রতিফলিত হয়েছে তার নাট্যকর্মে। আসলে তিনি রাজনৈতিক নাটক ও অভিনয়কেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা শুধুমাত্র অবশ্যই মার্কসবাদী রাজনীতি, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ, ধর্মতন্ত্রবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত করা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার সাধনা। প্রকৃতই তিনি ছিলেন একজন 'প্রোপাগান্ডিস্ট'।

১৯৪৯ সালে জুলাই মাসে কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরেজি ভাষায় একটি একাঙ্কিকা লিখলেন

নাম ‘বেটিবেলসাজার’ এখান থেকে শুরু হয় তার পথ চলা। তার উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় শুরু হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময়। ফাদার উইভার-এর পরিচালনায় শেকসপিয়রের ‘হ্যামলেট’ নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি অভিনয় শুরু করেন। এরপর ফাদার উইভারের পরিচালনায় আরও দুটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তারপর থেকে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। রচনা করেছিলেন একের পর এক কালজয়ী নাটক, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শাসিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের পাশে না দাঁড়ালে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নাটকের মধ্যে দিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি রাজনীতি করার জন্য শুধুমাত্র নাটক রচনা করেননি নাটকের মধ্যে দিয়ে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, মানুষের অধিকারের কথা তিনি বলেছেন।

আমার গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য হল উৎপল দত্তের নাটক আলোচনা। সমকাল এবং প্রধান ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নাটক সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব। উৎপল দত্ত তার নাটকে বা রাজনৈতিক অনুষঙ্গ নির্বাচনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অথচ তার নাটকে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা লক্ষ করিনি। মূলত সেই কারণেই ‘উৎপল দত্তের নাটকে ‘নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গ’ এই গবেষণা প্রকল্পটি গ্রহণ করেছি।

ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা বা গবেষণা কর্মের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (A brief over-view of literary work already done in area of the proposal)

ছোটোবেলা থেকেই উৎপল দত্তের প্রতি একটা বিশেষ ভালোলাগা জন্মায়। পরবর্তী সময় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার সময় উৎপল দত্তের বিভিন্ন নাটক পড়ার সৌভাগ্য লাভ করি, তাঁর নাটক পাঠকালীন তাঁর প্রতি অন্যরকম শ্রদ্ধা, বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। এরপর তার সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠি। উৎপল দত্ত বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা নাট্যকার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাটকের ওপরে বিশেষ গবেষণা কর্মাদি আমাদের অজানা। তাঁর নাটক নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু লেখা বেরিয়েছে বটে তবে তাঁর নাটক সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এখনও হয়নি। অথচ নাট্যকার হিসেবে তিনি একজন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। নাটকের বিষয় ও বৈচিত্র্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের আঙ্গিক হিসেবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রথম নাট্যকার, যিনি বিষয়বস্তু হিসেবে

নিখাত রাজনীতিকে তার নাট্যরচনায় স্থান দিয়েছেন। মূলত এই কারণেই উৎপল দত্তের নাটক নিয়ে গবেষণা প্রকল্পটি রচনা করেছি।

গবেষণা প্রকল্প (Research Hypothesis)

প্রস্তাবিত বিষয়টিকে আমরা পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা ভেবেছি। অধ্যায়গুলি নিম্নে উল্লেখি ত হল।

গবেষণা প্রকল্পটির অধ্যায় বিন্যাস (Chapterisation)

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় : উৎপল দত্তের জীবন : রাজনৈতিক দীক্ষা ও নাটক-নাট্যকার সত্তা

তৃতীয় অধ্যায় : উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায় : উৎপল দত্তের নাটকে বঞ্চিত মানুষ ও রাজনৈতিক দর্শন

পঞ্চম অধ্যায় : উৎপল দত্তের থিয়েটার ভাবনায় রাজনৈতিক চেতনা

উপসংহার :

গ্রন্থপঞ্জি :

ভূমিকা

ভূমিকাংশে বাংলা নাটকের বিবর্তন, উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক উত্থান ও নানান ভাঙাগড়ার ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার উৎপল দত্তের আবির্ভাবের ইতিহাস ও তার নাট্যজগতের প্রবেশের ইতিহাস তুলে ধরা হবে।

প্রথম অধ্যায়

উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত

ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনা জনমানসে যথাযথভাবে সঞ্চারিত হয়। ১৮৮৫ সালের 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার সময় থেকে নানা ভাঙাগড়া-উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত এদেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য

অধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭) সারা পৃথিবী জুড়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সাম্যবাদী দল গঠনে সচেষ্ট ও উৎসাহী হতে দেখা যায়, জন্ম হয় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'-র। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সমস্ত পৃথিবীর মতো ভারতবর্ষের সমাজ অর্থনীতি জনজীবন রাজনীতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৪২ সালে আসে ভয়াবহ মন্বন্তর। যা বাংলা ও বাঙালিকে চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ১৯৩৮ সালের পর থেকে মহাত্মা গান্ধি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় সংগ্রামের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা তিনি নিন্দা করেছেন। অন্যদিকে ১৯৪৩ – ৪৪ সালের রাষ্ট্রীয় সংকটের মুখোশ খুলে দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করে কিছু কমিউনিস্ট পার্টির উগ্রপন্থীরা। ১৯৪৭ সালে এল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সূর্য নব আনন্দ নব চেতনা সঞ্চার যেমন করেছিল তেমনি প্রভাব পড়েছিল রাজনৈতিক আঙ্গিকের ওপর। ১৯৫২ সালে শুরু হয় ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সি. পি. আই-এর অংশগ্রহণ। ১৯৬৪ সালে দ্বিখণ্ডিত হয় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'। বিপ্লবী সংগ্রামের আশাবাদ নিয়েও চিন্তা জগতের নানান পার্থক্য নিয়ে গঠিত হয় এদেশের দ্বিতীয় সাম্যবাদী দল সি. পি. আই (এম)। আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৪ সালে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৪১-এর জুন মাসে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পর প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ছাত্র ফেডারেশন। জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সহযোগী হতে হয়, রাজনীতির এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধে ব্রিটিশদের সাহায্যের কথা ঘোষণা করে। ১৯৪২-এ ৪ মার্চ ঢাকার প্রকাশ্য দিবালোকে শ্রমিকদের ফ্যাসি বিরোধী একটি মিছিল পরিচালনার সময় তরুণ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সোমেন চন্দ্র ফ্যাসিস্ট শক্তির চক্রান্তে নিহত হয়। ১৯৪২-এ ২৪ মার্চ এই হত্যার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতায় প্রগতিপন্থী শিল্পী সাহিত্যিকরা প্রতিষ্ঠা করলেন 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক সংঘ'। 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর বঙ্গীয় শাখা রূপান্তরিত হল নতুন নামে 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। ১৯৭৭ সালে সারা দেশব্যাপী হল সাধারণ নির্বাচন। তারপরে ১৯৮২-র সাধারণ নির্বাচন। দুটি নির্বাচনেই জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এল বামফ্রন্ট এবং বহাল রইল। উৎপল দত্ত আজীবন বাম রাজনীতির সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বামফ্রন্ট তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর সেই বাম আদর্শ নীতি নৈতিকতা তার নাটকের মধ্যেও তিনি যেমন তুলে ধরেছিলেন তেমনই আজীবন বহন করেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎপল দত্তের জীবন : রাজনৈতিক দীক্ষা ও নাটক-নাট্যকার সত্তা

উৎপল রঞ্জন দত্তের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ। বর্তমান বাংলাদেশে বরিশাল জেলায়। উচ্চ

সংস্কৃতিবাদী সম্পন্ন উৎপল দত্ত জানিয়েছেন তার জন্ম শিলং-এর মামার বাড়িতে। পিতামহ দ্বিজদাস দত্ত, পিতা গিরিজা রঞ্জন দত্ত, মাতা শৈলবালা দত্ত। প্রথম পাঠ শুরু হয় মামার বাড়ি শিলং-এ। সেখানকার সেন্ট এডমন্ড স্কুলে ভরতি হন ১৯৩৫ সালে। ১৯৩৯ সালে উৎপল দত্ত এক ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় সেন্ট লরেন্স স্কুলে ভরতি হন পঞ্চম শ্রেণিতে। দশ বছর বয়সে উৎপল প্রথম কলকাতায় এলেন। ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করলেন এবং থাকছিলেন বালিগঞ্জের অভিজাত পল্লিতে। ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে। ওখানেই কলেজে ভরতি হন ১৯৪৭ সালে। আই. এ. পাশ করে বি. এ ক্লাসে ইংরেজি ভাষা সাহিত্যে অনার্স নিয়ে পড়তে থাকেন। বলা বাহুল্য তার প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। স্কুলে থাকতেই তাঁর নাটক পড়া ও অভিনয়ে হাতেখড়ি। কলেজ জীবনে নাটক পাঠ ও অভিনয়ের পাশাপাশি নাট্যবিষয়ক গ্রন্থাদি ও বিদেশের নাট্য পরিচালক ও প্রযোজকদের কর্মধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকেন। কলেজ জীবনেই তিনি শেকসপিয়রের নাটক অভিনয় ও শেকসপিয়র বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি একজন শেকসপিয়র বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শেকসপিয়রের পাশাপাশি উৎপল দত্ত এই সময় থেকে মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, হেগেল প্রমুখ দার্শনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গ্রন্থাদি পড়তে থাকেন। আর এখান থেকেই তার রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কে ভাব ও ধারণার গোড়াপত্তন হয়। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার সময় ১৯৪৯ সালে জুলাই মাসে কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরেজি ভাষায় একটি একাঙ্কিকা লিখলেন নাম 'বেটি বেলসাড্যার'। তার উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় শুরু হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়। ফাদার উইভারের পরিচালনায় শেকসপিয়রের হ্যামলেট নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি অভিনয় শুরু করেন। এরপর ফাদার উইভারের পরিচালনায় আরও দুটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তার নাটকচর্চা ও অভিনয় করার মধ্য দিয়ে শেকসপিয়র নাটক সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে থাকেন। শুরু হয় উৎপল দত্তের নাট্যকার জীবন। যা বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

'যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সব ভুল।'

উৎপল দত্ত : সাক্ষাৎকার

ব্রিটিশ পরাধীন বাংলার থিয়েটারে রাজনৈতিক চিন্তা মানেই ছিল জাতীয় মুক্তির কথা। তাতে জাতীয়তার ভাবাবেগ ছিল প্রবল। কিন্তু ততপরিমাণ ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার চিন্তা দেখা

যায়নি। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে নাটকগুলি ছিল স্বদেশিক। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চিন্তা এইসব নাটকে স্থান পায়নি। তবু ব্রিটিশ যুগে পরাধীন বাংলার জাতীয়তার ভাবনা নিয়ে অনেক নাটক লেখা হয়েছে, তার বেশকিছু অভিনীতও হয়েছে। জাতীয়তাবাদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে ব্রিটিশ বিরোধিতাও কাজ করেছিল। পরাধীন দেশের সাহিত্যে শৃঙ্খল মুক্তির আবেগ আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তা হতেই পারে না। স্বাভাবিক কারণে অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা নাটকেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। বাংলা নাটকে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রতিবাদ এতটাই ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এবং নাটকের কণ্ঠরোধ করার জন্য ১৮৭৬ সালে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করে। ১৯৫০-এর দশকের টালমাটাল অবস্থায় উৎপল দত্তর নাট্যজগতে প্রবেশ। ১৯৫১-তে 'গণনাট্য সংঘে' যোগ দেন। গণনাট্যের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাটক এবং পথনাটক করতে লাগলেন এইভাবে প্রায় একবছর যুক্ত থেকে উৎপল দত্ত নিজের রাজনৈতিক নাট্যভাবনার প্রস্তুতিকে ভালোভাবে গড়ে নিয়েছিলেন। বাংলায় উৎপল দত্ত প্রথম নাট্যকার যিনি বিষয়বস্তু হিসেবে নিখাদ রাজনীতিকে তার নাট্য রচনায় স্থান দিয়েছিলন। দেশ-কাল ভেদে এইসব নাটকের বিষয় বহু বিচিত্র হলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সর্বদাই ছিলেন মার্কসবাদী।

১৯৫৯ সালে কলকাতার পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয় 'মিনার্ভা' ভাড়া নিয়ে সেখানে 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপের' হয়ে নিয়মিত অভিনয় শুরু করলেন। বাংলা থিয়েটারে আন্দোলন ও সংগ্রামের রাজনীতির প্লাবন নিয়ে এল। উৎপল দত্ত ঘোষণা করলেন, 'অরাজনৈতিক নাটকের চেয়ে রাজনৈতিক নাটকের শক্তি অনেক বেশী।' রাজনৈতিক নাটকে শুধু রাজনৈতিক কথা বললেই চলে না। সমাজজীবনে রাজনীতির বর্ণনা দিলে চলে না। মানুষ যে রাজনৈতিক মানসিকতা নিয়ে চলছে, তার বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে সেই মানুষের জীবন্ত ছবি আঁকতে হবে নাটকে, তবেই রাজনৈতিক নাটক হয়ে উঠবে।

'সন্ন্যাসীর তরবারি' নাটকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন, গোড়াপত্তন, তাদের অত্যাচার, শোষণ, তার বিরুদ্ধে বাংলার ফকির সন্ন্যাসীদের দলবদ্ধ লড়াই। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাস তিনি সুকৌশলে তুলে ধরেছেন।

'টিনের তলোয়ার' নাটকে উনিশ শতকের বাঙালি নাট্যকর্মীদের মুক্তির শপথ, তাদের আত্মবলিদানের কথা, তাদের আত্মত্যাগের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের মাথা এবং ব্রিটিশ শাসনের নাট্যবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের পক্ষে তিনি কলম ধরেছেন। 'দিল্লী চলো' নাটকে আজাদহীন বাহিনীর দুঃসাহস, সংগ্রামের ইতিহাস, তাদের আত্মত্যাগ প্রভৃতি সুকৌশলে তিনি তুলে ধরেছেন।

'কৃপাণ' নাটকে স্বাধীনতার পর উত্তরভারতে যে গণঅভ্যুত্থান। পাঞ্জাবের গদরপন্থীদের সহায়তায় বিহারী বসু ও শচীন সান্যাল প্রমুখের নেতৃত্বে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শেষ মুহূর্তের বিশ্বাসঘাতকতা এই অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা ঘটিয়েছিল।

'টোটা/মহাবিদ্রোহ' ব্রিটিশ মদতপুষ্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য ভারতীয় সৈন্যদের সংগ্রাম ১৮৫৭-এর সিপাহী মহাবিদ্রোহের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা তিনি আলোচ্য নাটকে করেছেন।

'রাইফেল' নাটকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী লড়াই। 'কল্লোল' নাটকে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ ও মুক্তির লড়াই। 'একলা চলো' নাটকে গান্ধি বনাম গান্ধিবাদের বিবাদ এবং গান্ধি হত্যা। 'অঙ্গার' নাটকে জামাডোবায় চিনাকুড়ি কয়লাখনির দুর্ঘটনায় খনি শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যু প্রভৃতি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তার রচিত ও পরিচালিত পথ নাটকগুলিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ জনমানসে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপল দত্তের নাটকে বঞ্চিত মানুষ ও রাজনৈতিক দর্শন

উৎপল দত্তের নাটক শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য নয়, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে মিশে আছে মানুষের সংগ্রাম, মানুষের অধিকার, মানুষের মুক্তির লড়াই তার নাটকের মূল বিষয়। এই পৃথিবীতে বঞ্চিত মানুষ, শোষিত মানুষ, অবহেলিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষদের ওপরে যখন শাসক শোষকের অত্যাচারের খাঁড়া নেমে এসেছে, শোষিত মানুষের মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়েছে তখনই মুক্তিকামী মানুষের হয়ে তার কলম ঝলসে উঠেছে। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ, রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে উৎপল দত্তর সর্বদা সরব থেকেছেন। কলমকেও সচল রেখেছেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, যখনই মানুষকে শোষিত ও বঞ্চিত হতে দেখেছেন তখনই তার প্রতিবাদী সত্তা জাগ্রত হয়েছে। তিনি আদ্যপান্ত বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। বামপন্থীদের আদর্শ সমবন্টন, শ্রমজীবী ও বঞ্চিত মানুষদের অধিকারের জন্য তিনি লড়াই করেছেন। ভিয়েতনামে মানুষদের মুক্তির যুদ্ধ, চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, দেশে-বিদেশে নানা স্থানে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনরত মানুষের পাশে থেকে তিনি নাট্যচর্চা করে গেছেন। ইতিহাসের যেখানেই মানুষ শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হয়েছেন, নাট্যকার উৎপল দত্ত তাকেই তার নাটকের বিষয় করে নিয়েছেন। তিনি অত্যাচার ও লাঞ্ছনার অশ্রুসজল কাহিনি শুধুমাত্র রচনা করেননি, সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

উৎপল দত্তের থিয়েটার ভাবনায় রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনা

'আমি থিয়েটারের লোক'— একথা বলেছিলেন উৎপল দত্ত একটি সাক্ষাৎকারে। তার কর্মজীবন বহুধাবিস্তৃত, সবক্ষেত্রেই তার প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল। তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হল তার থিয়েটার জীবন— নট, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্যপ্রযোজক উৎপল দত্তের থিয়েটার জীবন। থিয়েটারই তার জীবন, থিয়েটার ছিল তার সত্তায়, তার প্রাণের গভীরে। বাংলায় উনিশ শতকের ধারা বেয়ে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়গুলি তার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে থিয়েটার চালিয়ে এসেছে, উৎপল দত্তের থিয়েটার তার থেকে ভিন্ন। বিশ শতকের চল্লিশ দশকে এদেশের গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন থিয়েটার গড়ে উঠেছিল তিনি তারই পথিকৃৎ। ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে তিনি বছরখানেক যুক্ত থেকেছেন। এরপর পিপলস থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে তার নাট্যসত্তাকে জাগ্রত রেখেছিলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক থিয়েটারই ছিল তার জীবন। তাকে 'থিয়েটারওয়ালা' ও বলা যেতে পারে। তিনি কোনো জাতপাতের নয়, কোনো বর্ণ কোনো ধর্মের নয় তার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা।

উৎপল দত্তের থিয়েটার ছিল শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবী থিয়েটার। বিপ্লবী থিয়েটারের মূল কাজ হল অবশ্যই বিপ্লব প্রচার করা, শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রেণি ঘৃণা জাগিয়ে তোলা। বিপ্লবী থিয়েটারের অন্যতম কাজ বৈপ্লবিক সত্যে উপনীত হওয়া। আর তার থিয়েটার জীবনের সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে ছিল রাজনৈতিক চেতনা।

উৎপল দত্ত ১৮৫১ সালে তার প্রতিষ্ঠিত লিটিল থিয়েটার গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গণনাট্য সংঘে যোগ দিলেন। এতদিন সেখানে ইংরেজি ভাষায় অভিনয় করলেও এখানে বাংলা ভাষায় অভিনয় শুরু করলেন। মানুষের সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগ প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেন। এই গণনাট্য সংঘই উৎপল দত্তকে সমকালীন যুগভাবনা ও জনতার মানসিকতা সুখ-দুঃখ বুঝে নিতে সাহায্য করেছিল। উৎপল দত্ত নিজেকে থিয়েটার জগতে প্রকাশের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে থাকেন ১৯৪০ দশকের পর থেকে। ১৯৫১ গণনাট্য সংঘে যোগ দেওয়া তার ভাবনার একটি পূর্ণতা পেয়েছিল। ১৯৫৯ সালে মিনার্ভা, লিটল থিয়েটার গ্রুপের মধ্য দিয়ে মানুষের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ অত্যন্ত কাছ থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অনুষঙ্গ তার নাট্যকর্মের মধ্য দিয়ে সুচারুভাবে ফুটে উঠেছে।

উপসংহার

'নাটক আমার জীবন, নাটক না করতে পারলে আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?'

—'আজকের সাজাহান'

উৎপল দত্তের শেষ অভিনয় ১৯৯৩ সালের ৩ আগস্ট কলকাতায় রবীন্দ্রসদন মঞ্চে, তার লেখা 'একলা চলোরে' নাটকে। গান্ধিবাদী নেতা অনাথবন্ধু চক্রবর্তীর ভূমিকায়, অভিনয়ের মধ্যে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলেন তিনি। ক্লান্তি এসেছে, অবসাদ এসেছে, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সব সামলে তিনি থিয়েটার জগৎ অর্থাৎ অভিনয়ের জগতে ফিরে এসেছেন। পুলিশ প্রশাসন, গুণ্ডার অত্যাচার সহ্য করেছেন রাজনৈতিক নানা মতভেদের শিকার হয়েছেন, এক রকম বিনা কারণেই কারাবাস কাটিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি নাটক লিখেছেন, নাট্য পরিচালনা করেছেন এবং নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। অভিনয়ের নানা দিকে তিনি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। থিয়েটার ছিল তার জীবন নাট্যের প্রথম ও শেষ আস্তানা। যাত্রা-চলচ্চিত্র-বেতার দূরদর্শন সব জায়গাতেই তিনি হয় অভিনয় নয়তো পরিচালনায় নয়তো বা রচনায় কর্তৃত্বের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরেও কাজ করতে চেয়েছেন, করেও গেছেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। বাংলা থিয়েটারের সর্বদিকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে এবং থিয়েটার ও সমাজজীবন তথা রাজনৈতিক ভাবনা ও জীবনকে সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে এসে তিনি বাংলা থিয়েটার তথা দেশবাসীর প্রতি এক মহান কর্তব্য পালন করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

১. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (প্রথম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৪।

২. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৪।

৩. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৫।

৪. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (চতুর্থ খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৬।

৫. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (পঞ্চম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৭।

৬. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (ষষ্ঠ খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৮।

৭. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (সপ্তম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৯।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

২. অরূপ মুখোপাধ্যায়, *উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, 'নেহেরু ভবন'।

৩. দীপক চন্দ, *বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪. দর্শন চৌধুরী, *থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৫. দর্শন চৌধুরী, *উনিশ শতকের নাট্যবিষয়*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০০৭

পত্রপত্রিকা :

১. এপিক থিয়েটার : মার্চ ১৯৯৪। উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যা। ***উৎপল দত্ত লিটল থিয়েটার ও আমি***।

২. গ্রুপ থিয়েটার [উৎপল দত্ত সংখ্যা] ১৬ বর্ষ, সংখ্যা-২। ১৯৯৩-৯৪। ***দর্শন চৌধুরী : থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত***।

৩. এপিক থিয়েটার : মার্চ ১৯৯৪, উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যা। ***শক্তি বিশ্বাস : উৎপল দত্ত – শ্রেণি সংগ্রামের শিল্পী যোদ্ধা***।

৪. সাপ্তাহিক বসুমতী : ২২ আগস্ট ১৯৬৮, সমালোচনা : ***মানুষের অধিকারে***।

৫. বহুরূপী : সংখ্যা-৮০, ১৯৯৩। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় – ***অভিনেতা উৎপল দত্ত***।

৬. নন্দন : ৩০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা। এপ্রিল ১৯৯৪। ***শোভা সেন : প্রস্তুতিপর্বের উৎপল দত্ত ও অগ্রজের অনুপস্থিতি***।

নিবেদন

ছোটবেলায় দূরদর্শনের মাধ্যমে উৎপল দত্তকে প্রথম দেখা ও চেনার সুযোগ ঘটে, ক্রমে ক্রমে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও পড়াশুনার সূত্রে জানতে পারি এক অসামান্য বহুমুখী প্রতিভা ও দিকপাল পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। নাটক, প্রবন্ধ, গদ্য, কবিতা রচনায় তাঁর পান্ডিত্য, সুচিন্তিত মতামত ও অগাধ জ্ঞানে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মৃত হয়েছি। উৎপল দত্তের সাথে বাস্তব সাক্ষাৎ অথবা তাঁর মঞ্চাভিনয় স্বচক্ষে দেখার সুযোগ না হলেও তাঁর নাটকের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা আমাকে প্রভাবিত করে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণার সুযোগ পেয়ে মহান, বিচিত্র, বিরল প্রতিভাধর নাট্যকার উৎপল দত্তকে নিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করতে মনস্থির করি। আমার গবেষণার বিষয়—"উৎপল দত্তের নাটক: নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা।"

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই আমার পিতামাতাকে, যারা সদাসর্বদা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাদের স্নেহ ভালোবাসা ও আশিস আমার পাথেয়। পিতৃমাতৃস্থানীয় গুরুজন, যারা গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরন্তর উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদের প্রতিও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা হল নিরলস, আপসহীন ও নিরন্তর অনুসন্ধান। এই গবেষণা কর্মের বিভিন্ন বাঁক ও মোড়ে যাঁর কাছ থেকে অকৃপণ সহযোগিতা ও নির্দেশনা পেয়েছি, তিনি হলেন আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আশিস রায় মহাশয়। তিনি সদা সর্বদা কার্য ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রদানে কুণ্ঠাহীন আনুকূল্য করেছেন। তাঁর সস্নেহ ও যত্নশীল তত্ত্বাবধানে গবেষণা কর্মটি গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

গবেষণা অন্তহীন অন্বেষণের পথে হেঁটে চলা জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় এক অধ্যায়। গবেষণা দীর্ঘপথে নানা প্রতিকূলতা ও নানা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার সমাহার। পথ যত দীর্ঘ হয়েছে, অভিজ্ঞতায় তত সমৃদ্ধ হয়েছি। দীর্ঘপথের প্রত্যেক বাধা বিপদে উপস্থিত থেকেছেন সুজনেরা, বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ঐশ্বরিক সাহায্যের হাত। যাদের সাহায্য ছাড়া গবেষণা কর্মটি পরিণতির পথে কখনই সম্ভব হয়ে উঠত না। সেই সমস্ত স্বজন, সুজনকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম, যাদের সহযোগিতায় গবেষণা হয়েছে ঋজু ও সহজসাধ্য, যাদের সহচর্যে মুহূর্তগুলি হয়েছে শিক্ষণীয়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. উৎপল মণ্ডল, ড. নিখিল চন্দ্র রায়, ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. উর্বি মুখার্জী, ড. সূর্য লামা, ড. প্লাবন সিংহ, ড. হাসনারা খাতুন এবং শর্মিষ্ঠা পাল প্রমুখ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা প্রত্যেকেই নানাভাবে আমার গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে গবেষণা কর্মটি পরিণতি দানের পথে

নানাভাবে আমার গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে গবেষণা কর্মটি পরিণতি দানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করতে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা, বইপত্র এবং প্রাসঙ্গিক দৈনিক পত্রের সাহায্য পেয়েছি নাট্য শোধ সংস্থান, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে। তাঁদের কাছে আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর শিক্ষক, গবেষক, প্রাবন্ধিক তাপসকুমার সরদারকে। তিনি অভিসন্দর্ভ রচনার প্রাথমিক লগ্ন থেকে অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বই, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা ও সমৃদ্ধ করেছেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ গবেষণা কর্মটি মসৃণ ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সুরূপা বিশ্বাসকে। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে তিনি গবেষণা কর্মের অংশীদার হয়ে উঠেছেন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সেই বিশেষ বন্ধুদের যারা গবেষণায় নিরন্তর উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। সকলের অকৃপণ সহায়তা সত্ত্বেও গবেষণা-সন্দর্ভে কিছু ব্যক্তিগত মুদ্রণ ত্রুটি ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি থেকে গেলে তার সব দায়িত্ব আমার ব্যক্তিগত। অনেকের নাম হয়তো উল্লেখিত হল না, যারা এই গবেষণা সন্দর্ভে আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

সকলের আশীর্বাদ ও শুভকামনা প্রার্থনীয়।।

তারিখ : ২৫.০৭.২০২২

ধন্যবাদান্তে—

কমলেশ মণ্ডল

(কমলেশ মণ্ডল)
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Scanned by TapScanner